দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 3

019

প্রথম জাতীয় ক্রীড়া নীতি ঘোষণা

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বাধ্যতামূলক

(ক্রীড়া বার্তা পরিবেশক)

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লেঃ কঃ (অবঃ) এইচ,এম,এ গাফফার গতকাল জাতীয় ক্রীড়ানীতি ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের এই প্রথম ক্রীড়া নীতিতে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া স্কুল পাঠ্যক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য প্রদানের জন্য ২১টি খেলা বাছাই করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছে।

ক্রীড়ানীতি ঘোষণা উপলক্ষে গতকাল সকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া-সচেতনতা বৃদ্ধি করে ক্রীড়াচর্চা, অনুশীলন, অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির

(১১-এর পাতায় দেখুন)

জাতীয় ক্রীড়া নীতি

(১ম পাতার পর)

মাধ্যমে কার্যক্ষম জাতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্রীড়ানীতি প্রণীত হয়েছে।

এই ক্রীড়ানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটির মিলিত সভা ও মত-বিনিময়ের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত ১১ই নভেম্বর সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ব্যাপক আলোচনার পর একটা খসড়া করা হয়। গত ৮ই জুলাই রাষ্ট্রপতি এই খসড়ানীতি অনুমোদন করেন। যদিও এই নীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এটার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

ক্রীড়ানীতিতে "স্পোর্টস মেডিসীন" অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "নাথিং ফাইনাল।" এ সম্বন্ধে পুরোপুরি পর্যালোচনা করে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এবার ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ১১ কোটি ৫৬ লাখ ৫১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই পরিমাণ দেশের মোট বাজেটের (৬৯০০ কোটি টাকা) ১৭ শতাংশ (প্রায়)।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ক্রীড়া সচিব মোহাম্মদ আসাফুদ্দৌলা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কর্নেল ওবায়দুল্লাহ খান ও সচিব এ,এইচ,এম শামসুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন ফেডারেশনের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নীচে দেয়া হল--

১-ক। বর্তমানে স্কুলের পাঠ্যক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উক্ত বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে ৭৫ নম্বর এবং তত্ত্বীয় অংশে ২৫ নম্বর থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ব্যবহারিক অংশে ৭৫ ও তত্ত্বীয় অংশে ২৫ নম্বর থাকবে।

১-খ। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠ, ক্রীড়া সরঞ্জাম ও শরীরচর্চা শিক্ষক থাকা নিশ্চিত করা হবে।

১-গ। বর্তমানে গ্রাম, শহর ও নগরীতে খেলার মাঠের সংখ্যা অপ্রতুল। এ সকল অঞ্চলে খাস জমি বন্টনের সরকারী নীতিমালায় মাঠের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে মোট ২১টি খেলাকে বাছাই করে নীচের তিনটি ভাগে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অগ্রাধিকার ১ : এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ফুটবল, কাবাডি, দাবা ও ভলিবল।

অগ্রাধিকার ২ : ক্রিকেট, হকি, শুটিং, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ও জিমন্যাষ্টিকস।

অগ্রাধিকার ৩ : বাস্কেটবল, বক্সিং, বডিবিল্ডিং, সাইক্লিং, জুডো, ওয়েটলিফটিং ও রেসলিং।

৩। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিক-

৪-ক। কৃতী ক্রীড়াবিদদের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ৫শতাংশ চাকুরীর কোটা সংরক্ষিত রাখা হবে।

৪-খ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারীদের জন্য জাতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। অবসরকালীন ও আপৎকালীন সময়ে ক্রীড়াবিদ বা সংগঠককে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৫। সামাজিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদের উপযোগী খেলার অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।

৬। উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হবে। তবে জাতীয় ফেডারেশনসমূহের সভাপতির পদটি জাতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব দেয়ার মত ক্রীড়াসংগঠকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হবে।

৭। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সনাক্ত করার জন্য আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। ক্রীড়ার প্রসার ও বিকাশের জন্য বেসরকারী উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে ফেডারেশনকে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দানকৃত ৫ লাখ টাকা আয়কর মুক্ত করা হবে। একই ভাবে ফাউণ্ডেশন বা ট্রাস্ট, ক্রীড়া সংস্থা ও বেসরকারী ক্লাবসমূহে দানকৃত ৫ লাখ টাকা আয়কর মুক্ত থাকবে। ফেডারেশন অনুমোদিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান দানকৃত ৫ লাখ টাকা আয়করমুক্ত থাকবে।

৯। ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সৃষ্টি করা হবে। দেশী উদ্যোক্তাদের কর রেয়াত ও প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সরঞ্জাম আমদানীর ওপর শুল্ক রেহাই প্রদান করা হবে। সরকারী বা বেসরকারী অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

১০। ষ্টেডিয়াম, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনাসিয়াম, সাঁতারের পুল উন্নয়ন কর মওকুফ করা হবে। খেলার মাধ্যমে ক্রীড়া সংগঠনগুলোর আয়কৃত অর্থ আয়করমুক্ত।

১১। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ক্রীড়ানীতির পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করা হবে।